Cosmo School

**নবম ও দশম শ্রেণি**

**বাংলা ১ম পত্র**

**পল্লিসাহিত্য**

---

'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে বঙ্গের রাজধানী সম্পর্কে 'পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর' প্রবাদটি উল্লেখ করা রয়েছে। জারিগান, সারিগান, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, রাখালি, মারফতি ইত্যাদি গানকে লেখক অমূল্য রত্নবিশেষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পল্লিসাহিত্যের ভাণ্ডারে আছে বিচিত্র ধরনের পল্লীগান। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, রাখালি, মারফতি, মুর্শিদি গানগুলোর তুলনা হয় না। পল্লীর মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে থাকা অফুরন্ত প্রেম, আনন্দ, সৌন্দর্য, তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলে শেষ করা যাবে না। যুগ যুগ ধরে এগুলো পল্লীবাসীর মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। এসব গানের আবেদন পল্লীপ্রধান বাংলার মানুষের কাছে কখনোই শেষ হওয়ার নয়। তাই লেখক এগুলোকে অমূল্য রত্ন বলেছেন।

পল্লীর প্রাচীন অমূল্য সম্পদের মধ্যে অন্যতম খনার বচন। খনা ছিলেন প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত মহিলা জ্যোতিষী। তিনি বচন রচনার জন্যই বেশি সমাদৃত। মূলত তিনি যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সেগুলোই 'খনার বচন' নামে পরিচিত। খনার বচনে ভূয়োদর্শনের পরিপক্ক ফল সঞ্চিত আছে। জাতির পুরনো ইতিহাস, কৃষিকাজ, জলবায়ু সম্পর্কিত অনেক তত্ত্বজ্ঞান এগুলোতে পাওয়া যায়।

**প্রশ্ন: পল্লী সাহিত্যের কোনো প্রাচীন সম্পদ অতীতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ লোপ করে দিচ্ছে? ব্যাখ্যা করো।**
**প্রশ্ন: 'এগুলি সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস'- বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**

আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোত বলতে লেখক বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার চাপে 'পল্লিসাহিত্য' তলিয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে বুঝিয়েছেন। বর্তমানে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে, তাতে 'পল্লিসাহিত্য' সম্পর্কে জানার কোনো সুযোগ নেই। এই শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে শুধু কর্মমুখী করে তুলছে; নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে কর্তাব্যক্তিরা এখানে উদাসীন।

আধুনিক সমাজে পল্লিসাহিত্যের কোনো উপাদান সম্পর্কেই মানুষ অবগত নয়। আধুনিকতার ছোঁয়ায় এগুলো লোপ পাচ্ছে। স্থান করে নিচ্ছে Johny Johny/Yes PaPa Eating Sugar/No PaPa Telling Lies/No Papa? Open Your Mouth/Ha Ha Ha -এর মতো বিষমন্ত্র। এতে করে বাঙালি ভুলতে বসেছে নিজের অস্তিত্ব। আধুনিক যুগের শিশুরা রূপকথা, উপকথা শোনে না। কারণ শিক্ষাব্যবস্থায় এগুলো অন্তর্ভুক্ত না থাকায় শিক্ষার্থীদের অজানায় থেকে যাচ্ছে। পল্লীগ্রামে বুড়োবুড়ির মুখের যেসব কথা শুনে ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ত, সেগুলো কতই না মনোহর, চমকপ্রদ! আরব্য উপন্যাসের আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ, আলিবাবা ও চল্লিশ দুস্য প্রভৃতির চেয়ে পল্লীর উপকথাগুলোর মূল্য কোনো অংশে কম নয়।

আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে সেগুলো বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। এখানকার শিক্ষিত জননী সন্তানকে আর রাখালের পিঠা-গাছের কথা, রাক্ষস-পুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার কথা বা পঙ্খিরাজ ঘোড়ার কথা শোনান না, তাদের কাছে বলেন আরব্য উপন্যাসের গল্প কিংবা Johny Johny Yes PaPa- এর মতো মিথ্যা বুলি। এগুলো আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্যতারই পরিচয় দেয়। লেখকের মতে, এই দীনতা ঘুচানোর জন্য প্রয়োজন পল্লিসাহিত্যের উপাদানগুলো আহরণ, সংরক্ষণ, যথার্থ মূল্যায়ন। আর এজন্য এগিয়ে আসতে হবে বিদ্বান ব্যক্তিদের। গঠন করতে হবে folklore society-এর মতো সংগঠন।

**প্রশ্ন: আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোত বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?**
**প্রশ্ন: 'পল্লী সাহিত্যে পল্লী জননীর হিন্দু মুসলমান সকল সন্তানেরই সমান অধিকার'- প্রাবন্ধিক কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন?**